দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ইবির অধীনে ফাজিল (ডিগ্রী) পরীক্ষা কাল শুরু

ইবি থেকে আল্‌তাফ হোসেন ঃ বহু প্রতীক্ষা আর অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরু হতে যাচ্ছে ফাজিল (ডিগ্রী সমমান) পরীক্ষা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম পরীক্ষা হিসেবে কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে পরীক্ষার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই প্রথমবারের মত ফাজিল (ডিগ্রী) পরীক্ষা নিয়মিত ১২ বর্ষ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফাজিল ১ম বর্ষের নিয়মিত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৩, ৮, ১২ ও ১৭ জুলাই। আর ফাজিল বিশেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১০, ১৫ ও ২০ জুলাই। এ বছর ফাজিল ১ম বর্ষ নিয়মিত ২০ হাজার ৪ শত ৯৪ জন, ফাজিল বিশেষ ২ হাজার ৩৬৫ জন। সর্বমোট ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। সারাদেশের ১৩ শত মাদরাসার ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থী ২৩৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিবে। ইতোমধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারী অনুদান ও লোকবল ছাড়াই রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করে নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা নেয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। পরীক্ষা উপলক্ষে ৬টি বিভাগে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২টি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করেছে। ১২ টিমে ১৫০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা থাকবেন। গতকাল মঙ্গলবার ভিসি

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

ইবির অধীনে ফাজিল (ডিগ্রী)

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অধীনে এই প্রথমবারের মত ফাজিল (ডিগ্রী) পরীক্ষা নিয়মিত ১২ বর্ষ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফাজিল ১ম বর্ষের নিয়মিত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৩, ৮, ১২ ও ১৭ জুলাই। আর ফাজিল বিশেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১০, ১৫ ও ২০ জুলাই। এ বছর ফাজিল ১ম বর্ষ নিয়মিত ২০ হাজার ৪ শত ৯৪ জন, ফাজিল বিশেষ ২ হাজার ৩৬৫ জন। সর্বমোট ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। সারাদেশের ১৩ শত মাদরাসার ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থী ২৩৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিবে। ইতোমধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারী অনুদান ও লোকবল ছাড়াই রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করে নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা নেয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। পরীক্ষা উপলক্ষে ৬টি বিভাগে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২টি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করেছে। ১২ টিমে ১৫০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা থাকবেন। গতকাল মঙ্গলবার ভিসি অফিসে এ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকরা অংশ গ্রহণ করেন। ভিসি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সিরাজুল হক মত বিনিময়কালে বলেন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে সারাদেশে প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত ও সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সহযোগিতা চেয়েছেন।

তেড়াবে ফাজিল কামিল ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে। ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা আলীয়া মাদরাসা। এরপর থেকে উপমহাদেশের মুসলমানরা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার মর্যাদার দাবীতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগ্রাম চালায়। এক পর্যায়ে উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ত্বরান্বিত করার জন্য এগিয়ে আসেন মরহুম হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান। এই মনীষী দেশের ওলামা মাশায়েখদের নিয়ে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য গঠন করেন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও মাদরাসা শিক্ষকদের প্রাণের সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। মাওলানা মান্নান সাহেবের নেতৃত্বে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মাদরাসা শিক্ষকদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায় করে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সহায়তা করেন। মাদরাসা শিক্ষকদের একক সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মাধ্যমে মাওলানা মান্নান আলিমকে এইচএসসি সমমান পর্যায়ে উন্নীত করেন। এরপর তারই নেতৃত্বে বাংলাদেশের ওলামা মাশায়েখরা ও মাদরাসা শিক্ষকরা ফাজিল ও কামিলে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমানের দাবীতে শুরু করে আন্দোলন। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হিসেবে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা এবারে পেতে যাচ্ছে ফাজিল ও কামিলের ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান।